আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ আন্দোলন আমার মতে ৫ দফা আন্দোলনের সহায়ক। অবশ্য জামাতে ইসলামীর নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে।'

বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান বলেছেন—'শুধু জামাতে ইসলামী পার্টি বলে কথা নয়, একটা স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে কোন শক্তি—তা তাদের ভাবাদর্শ, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং লুকানো উদ্দেশ্যের যতই ক্ষতিকারক দিক থাক না কেন এবং জনসাধারণকে সতর্ক করার বিষয়গুলো যত গুরুত্ব নিয়েই অবস্থান করুক না কেন, তারা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সমর্থন দিতে পারে। উক্ত বিষয়সমূহকে ঠিক ঠিকভাবে আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয়ক্ষেত্রে উন্মোচিত এবং পরাস্ত করা গেলে এই ধরনের অংশগ্রহণ এবং সমর্থন স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনের কার্যকারিতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আজকের দিনে স্বৈরাচার, বিশেষ করে আমাদের দেশে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে এবং পশ্চাদপদ সকল ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তিসমূহকে তাদের সামাজিক সমর্থনের ভিত হিসেবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী শক্তি ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। সেদিক থেকে বর্তমানে সামরিক স্বৈরশাসন বিরোধী মনোভাব ও প্রচারসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি জামাতে ইসলামীসহ আরও কতিপয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তিসমূহের সমর্থনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।'

ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছেন—'বর্তমান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে সেক্ষেত্রে ২২ দল ও জামাতে ইসলামীর লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঐক্য থাকলেও অবস্থান ভিন্ন। এই ভিন্ন অবস্থান ঐতিহাসিক কারণেই। যার ফলে ২২ দল ও জামাতে ইসলামী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে একই সময় অংশগ্রহণ করলেও, দুই ধারার কোন মিল হচ্ছে না। এবং জামাতে ইসলামীর যদি তার মূলগত অবস্থান পরিবর্তন না করে তবে এই মিল হওয়ার সম্ভবনাও কম।

'একথা সুস্পষ্ট যে ২২ দল, বিশেষ করে ১৫ দলের সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নাই। সেক্ষেত্রে জামাতে ইসলাম এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আদর্শগত অবস্থান পরিবর্তন করেনি। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী ও জামাত সমর্থক ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্রনেতার সামরিক কোর্টে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের বিরোধিতা জামাতের উক্ত অবস্থানেরই প্রমাণ দেয়। তবে জামাত সামরিক শাসনের বিরোধী অংশগ্রহণ করায় ২২ দলের আন্দোলন কিছু সুবিধা পেয়েছে। তবে এই সুবিধার কারণে মৌল বিষয়কে বিসর্জন দেয়া যায় না।'

ইউপিপি'র নেতা কাজী জাফর আহমেদ বলেছেন—'৭ দলীয় ঐক্যজোট ও ১৫ দল যুগপৎভাবে জাতীয় দাবী ৫ দফার ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তাতে জামাতে ইসলামী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।'

সিপিবি (বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি)-র নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ বলেছেন—'জামাতে ইসলামীর সর্বশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা অর্থাৎ বিবৃতির মাধ্যমে

অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা, জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র নেতার দণ্ডাদেশ মওকুফ সম্পর্কিত উক্তি সম্পর্কে দলগত মূল্যায়নের সময় এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তবে এব্যাপারে আন্দোলনের আংশিক বিজয় হিসেবেই ছাত্র নেতাদের দণ্ডাদেশ মওকুফ হয়েছে। এব্যাপারে শিবির-এর বক্তব্য আন্দোলনের বিজয় এর বিরুদ্ধে গেছে। তবে এও স্বীকার্য ১৫ দল ও ৭ দলের সামরিক শাসনের বিরোধী আন্দোলনে জামাত কিছু ইতিবাচক উপাদান রেখেছে। কিন্তু সার্বিক বিচারে মনে হয় সাম্প্রতিক সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা শুধু তাদের অতীত ভূমিকার স্খলন করে চলতি ধারায় আসতে চেয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে শরীক হয়ে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছে। সুতরাং জামাতের এ আন্দোলনে অংশগহণ কতটা জাতির জন্য আর কতটা গোলাম আযম-এর স্বার্থে সঙ্গত কারণেই সে সন্দেহের উদ্রেক হয়।'

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নেতারা কি ভাবছেন?

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনীর অন্যতম দোসর এবং ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার নেপথ্য নায়ক জামাতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তানী নাগরিক হয়েও দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করছেন এবং সময় সুযোগ বুঝে তাঁর দলের লোকজন তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী উত্থাপন করছে। এ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করেছিলাম—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি?'

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে তো পাকিস্তানী নাগরিক। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। তারপর কিভাবে সে এতদিন যাবৎ বাংলাদেশে আছে সে ব্যাপারটি রহস্যজনক। তাছাড়া সে বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে। বিবৃতি দিচ্ছে। সংবাদপত্রে তা ছাপাও হচ্ছে। এসবই হচ্ছে সরকারের দুর্বলতার কারণে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এব্যাপারে সরকারের দুর্বলতা কোথায়?'

জাসদ নেতা শাহজাহান সিরাজ এ সম্পর্কে বলেছেন—'অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, অতীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তার যে ভূমিকা তা ক্ষমাহীন এবং ন্যাক্কারজনক। পরবর্তী পর্যায়ে এসে তার অতীত ভূমিকা ব্যাখ্যা করে জাতির কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। সেই গোলাম আযম কিভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আশা করেন?'

ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের বক্তব্য—'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ও একাত্তরে গণহত্যার সাথে জড়িত থাকার কারণেই অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। তিনি যদি অনুতপ্ত

Courtesy of MMR Jalal